যায়যায়দিন

তারিখ 02 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ইবির ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে নানা মুনির নানা মত

ইসলামী ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধি

ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ইউনিটে পরীক্ষা এমসিকিউ ও উত্তরপত্র ওএমআর পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হবে। কিছু ইউনিটে পরীক্ষা অবজেকটিভ আকারে লিখিত এবং উত্তরপত্র হাতে দেখা হবে। কয়েকটি ইউনিটে কি প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা হবে তা পরীক্ষা হলে না ঢুকে পরীক্ষার্থীরা জানতে পারবে না, আবার কোন ইউনিট ভর্তি পরীক্ষা কোন প্রক্রিয়ায় হবে তা পরীক্ষা শুরুর আগে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় ও শিক্ষকদের অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে এ ধূম্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে হাজার হাজার ভর্তি পরীক্ষার্থী চরম হতাশায় পড়েছেন। তারা এ থেকে উত্তরণের জন্য ইউজিসির চেয়ারম্যান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

জানা গেছে, ইবির অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা বিগত বছরগুলোতে এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। কিন্তু এ বছর ভর্তি পরীক্ষার ধরনে হঠাৎ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কয়েকটি ইউনিট এমসিকিউ থেকে সরে এসেছে। তবে তারা কোন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নেবেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। এসব ইউনিট প্রধানরা ভর্তি পরীক্ষার প্রসপেক্টাসে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ধরন নিয়ে পরিষ্কার কিছু জানাননি। কিন্তু এখন এসব ইউনিট প্রধানরা ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা বলছেন। 'ক' 'খ' ইউনিটভুক্ত শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ আকারে নেবেন ও তারা উত্তরপত্র ওএমআর পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করবেন। কিন্তু বাকি চারটি ইউনিটের শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কোনো কিছুই পরিষ্কার করে বলছেন না। 'গ' ইউনিটের ভর্তি প্রসপেক্টাসে এমসিকিউ পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে কিন্তু এ ইউনিটের কয়েকজন শিক্ষক জানান, ভর্তি পরীক্ষা প্রকৃতপক্ষে লিখিত হওয়া উচিত। এদিকে 'ঘ' 'ঙ' ইউনিটভুক্ত শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নানা রকম কথা বলছেন। এ ইউনিটের শিক্ষকরা ভর্তি প্রসপেক্টাসে ভর্তি পরীক্ষার ধরন কি হবে তা উল্লেখ করেননি। এখন পরীক্ষার আর মাত্র নয়দিন বাকি থাকলেও এখনো এ সম্পর্কে কিছুই পরিষ্কার করছেন না। 'ঘ' ইউনিটের সদস্য ভুক্ত শিক্ষক ড. মনিরুজ্জামান বলেন, এটা একান্ত গোপনীয় বিষয় যে, ভর্তি পরীক্ষা কোন প্রক্রিয়ায় হবে। একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে ঢুকলেই বুঝতে পারবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা হবে তার আগে নয়। 'ঙ' ইউনিটের সদস্যভুক্ত শিক্ষক ড. মিজানুর রহমান বলেন, ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ ও লিখিত উভয়ভাবেই হবে। এ ইউনিটের আরেক শিক্ষক বলেন, ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি আমরা পরীক্ষার আগে জানাতে চাই না।

'চ' ইউনিটের শিক্ষকরা বলছেন, পরীক্ষা অবজেকটিভ আকারে লিখিত হবে আর 'ছ' ইউনিটের শিক্ষকরা ভর্তি পরীক্ষার প্রসপেক্টাসে এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি এবং এখনো কিছু বলছেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ভর্তি পরীক্ষার ধরন সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো নীতিমালা না থাকায় শিক্ষকদের অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারিতার কারণে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে এ জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। লিখিত প্রক্রিয়ায় উত্তরপত্রে প্রার্থীর রোল নাম্বার উল্লেখ থাকে। ফলে কোনো শিক্ষকের কাছে যদি তার পরিচিত প্রার্থীর উত্তরপত্র আসে তাহলে ওই শিক্ষক তাকে অতিরিক্ত নাম্বার দিয়ে চান্স পাইয়ে দেয়ার অভিযোগ আছে। আবার শিক্ষকরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ গ্রহণ করেন অতিরিক্ত টাকা। এছাড়া ফল প্রকাশ করতেও লেগে যায় দীর্ঘ সময়। কিন্তু ওএমআর পদ্ধতি চালু করলে এসব শিক্ষকরা উত্তরপত্র হাতে মূল্যায়ন করতে পারবেন না কিংবা নিজ প্রার্থীদেরও পরীক্ষায় চান্স পাইয়ে দেয়ার সুযোগ থাকবে না। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে লিখিত পরীক্ষার বিপক্ষে কিন্তু সবাইকে সঙ্গে নিয়েই আমাকে চলতে হচ্ছে।

বাকৃবিতে শূন্য আসনে ভর্তি

বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে ২০০৭ শিক্ষাবর্ষের লেভেল-১, সেমিস্টার-১-এ ১২০ শূন্য আসনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি প্রক্রিয়া আগামীকাল শুরু হচ্ছে। ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক ও তিন কাউন্সিলের প্রধান প্রফেসর ড. বজরুল রশীদ চৌধুরী জানান, ১২০ শূন্য আসনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৫টি এবং কৃষি অনুষদে ২৮টি, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ৬১টি, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে ২৬টি আসনসহ ১১৫টি আসনে ভর্তির জন্য ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আগামীকাল ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে রিপোর্ট করতে হবে। শনিবার বিকালে অনুষদওয়ারি শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট প্রকাশ করা হবে এবং পরদিন রবিবার নির্দেশিকা মোতাবেক ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা ২২ ফেব্রুয়ারি

চুয়েট সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তির জন্য নির্বাচিত এবং অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ৫ মার্চ। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য www.cuet.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। চুয়েটের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।